জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডি সিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১	০১	০	০	০	১	• ৫০%	০	• ০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

ক) ডিপিপি'তে উল্লিখিত বাস্তবায়ন ও ক্রয়পরিকল্পনা অনুসরণ করতে না পারা।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ সময় মতো PCR প্রেরণ না করা	প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর ০৩ মাসের মধ্যে Project completion Report (PCR) প্রেরণের কথা থাকলেও তা এখনো প্রেরণ করা হয়নি। (PCR) প্রেরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম : "বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ"।

২.০ উদ্যোগী বিভাগ/ মন্ত্রণালয় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৫.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

মূল প্রকল্প ব্যয়	:	৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয়	:	৪১৭৭.৫০ লক্ষ টাকা
অব্যয়িত অর্থ	:	৩২২.৫০ লক্ষ টাকা (৯২.৮৩%)
মূল অনুমোদিত মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৮
১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	:	জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯ (১ বছর)
প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯
অতিক্রান্ত সময়	:	১ বছর (১০০%)

৬.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণ করে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা;
- ভিশন-২০২১, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈদেশিক কমপ্লেক্সে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে বিটিএটিসি-কে প্রশিক্ষণে "শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র" হিসেবে গড়ে তোলা।

৭.০. **প্রকল্পের পটভূমি:**

বর্তমান সরকারের মৌলিক সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শন 'ভিশন ২০২১'-এ নির্ধারণ করা হয়েছে যার লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নও ছিল আমাদের দেশকে সমৃদ্ধশীল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত, সকলের জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক ন্যায়বিচার, দরিদ্রদের সামাজিক সুরক্ষা। বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও, বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ অনেক সফলতা অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাংকের স্বীকৃতি অনুযায়ী দেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন করেছে। যদিও আমরা অনেক অর্জন করেছি, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের এবং বর্তমান সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে আমাদের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ এবং বাধা রয়েছে কারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। এখনও দেশের ২৪.৩% মানুষ দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বেড়েছে। শিক্ষার হার ৬২.৩% (২০১৫) এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬% (২০১২)। অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সূচকও এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, 'ভিশন ২০২১', সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনা (২০১০-২০১১) এবং জাতিসংঘ (ইউএন) কর্তৃক ঘোষিত ২০৩০-এর জন্য 'এসডিজি' নামে পরিচিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। যোগ্য সরকারি কর্মচারী ছাড়া আমাদের দেশের জন্য সরকারের জাতিসংঘের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা অসম্ভব হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটাও চিহ্নিত করা হয়েছে যে, ভিশন ২০২১ -এর কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক অর্জনে সরকারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জনপ্রশাসনের সংস্কার ও উন্নতির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

মানুষকে উন্নত সেবা প্রদান, জাতীয় লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের ভাবমূর্তি উঁচু করার জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস

(বিসিএস) ক্যাডার সদস্যরা নিয়োজিত। দেশকে সুসংগঠিতভাবে উন্নিত করার জন্য বৃহত্তর দায়িত্ব অর্পণ করে বিসিএস ক্যাডারদের জন্য মেধাবী ও তরুণদের নিয়োগ দেওয়া হয়। মানুষকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য, সরকারের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের পরিচিতি বৃদ্ধির জন্য এই কর্মকর্তাদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (BPATC), স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রধানত নতুন নিয়োগকৃত বিসিএস ক্যাডার অফিসারদের জন্য FTC (Foundation Tranning Course), উপসচিব/সমপর্যায়ের মিড লেভেল অফিসারদের জন্য ACAD (Advance Course on Administration and Development), যুগ্ম সচিব/সমপর্যায়ের সিনিয়র অফিসারদের জন্য SSC (Senior Staff Course), অতিরিক্ত সচিব/সমপর্যায়ের সিনিয়র অফিসারদের জন্য PPMC (Policy Planning and Management Course) চারটি মূল কোর্সের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। BPATC নন-ক্যাডার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্স, বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা করে এবং জনপ্রশাসন, নতুন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে। সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের জন্য পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারিতে মোট মান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। সরকার কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক মান এবং এই অঞ্চলে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' করতে আগ্রহী। বাসস্থান, ক্লাসরুম এবং কনফারেন্স হল সুবিধার অভাবের কারণে, BPATC কেন্দ্রটিকে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (ITC) এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ অনিবার্য।

আইটিসি ভবনের প্রস্তাবিত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণকারীর জন্য ৪৮টি আবাসন কক্ষ, ০৬টি শ্রেণিকক্ষ, ১টি বহুমুখী হল, ১ টি কম্পিউটার ল্যাব রুম, ২ টি অফিস কক্ষ, রান্নাঘর, লন্ড্রি সুবিধা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা মূল কোর্স আয়োজনের উদ্দেশ্য অর্জন করবে সাথে আন্তর্জাতিক কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স হবে আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি ভবন। অতএব, এই ভবনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবশ্যক। বিদেশি অতিথি, বিভিন্ন কোর্সের বিদেশী অংশগ্রহণকারী, সেমিনার, কর্মশালা এবং বাংলাদেশ সরকারের উর্ধ্বতন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এই কমপ্লেক্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৮.০ <u>প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ</u>

প্রকল্প সংশোধনের প্রধান কারণগুলি হল একটি আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার জন্য খরচ সামঞ্জস্য করা। মূল ডিপিপিতে প্রচলিত অগ্নিনির্বাপকের বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে আবাসিক বহুতল ভবনের বিল্ডিং কোড পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বহুতল ভবনের সকল স্তরের জন্য আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। পরবর্তীতে PWD কর্তৃক দাখিলকৃত আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত খরচ আনুমানিক ১০৯.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া আরো কিছু সংস্কার কাজ হোপ (HOPE) দাখিল করেন যার মধ্যে এই সমস্ত সিভিল কাজ সম্পন্ন করা কঠিন ছিল। চীন থেকে আনা কাপলার যন্ত্রের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সময় ক্ষেপণ হয়েছে। এছাড়াও যেহেতু বিপিএটিসি একটি বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উচ্চ পর্যায়ের অফিসিয়ালদের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কেন্দ্রে ঘন ঘন সেমিনার আয়োজন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, নীতি সংলাপসহ দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কারণে সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজগুলি সয়মত শেষ করতে কঠিন হয়ে পড়ে।

৯.০ <u>প্রকল্পের যৌক্তিকতাঃ</u>

৯.১) বিপিএসটিসি জনপ্রশাসনের দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বাংলাদেশ বর্তমান সরকার এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অভাবে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হলে অত্র অঞ্চলে এটি 'Center of Excellence' হিসেবে পরিচিত হবে, যা ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

৯.২) বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এর ফলে বিভিন্ন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে শিক্ষা সফরে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ফলে দেশে বিদেশে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

৯.৩) এই প্রকল্পটি দ্বারা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কোর্স যেমন- ACAD, SSC, PPMC কোর্স সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন করা সম্ভবপর হবে। এর ফলে বাংলাদেশে সরকারি চাকুরিজীবীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর হবে।

৯.৪) যেহেতু বিপিএটিসি বাংলাদেশের শীর্ষ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়তার জন্য এই প্রকল্পটি বিদেশি কর্মকর্তা/প্রশিক্ষণার্থী এর জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক কোর্সের আয়োজন করতে পারবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়তার জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যাবে। অপরপক্ষে এটি দেশের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

৯.৫) বিপিএটিসি'র পরিচালনা পর্ষদের কর্মদক্ষতা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পারিক জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের যেমন উন্নয়নের বিকাশ ঘটবে অন্যদিকে পরিচালনা পর্ষদেরও নিজস্ব দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সাথে সাথে উন্নয়নের বিকাশ সাধন হবে।

১০.০ প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

রাজস্ব খাত:
বেতন, বিভিন্ন ভাতা ও প্রকল্প অফিস ব্যয় বাবদ ২৭.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২১.০৪ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত টাকার পরিমাণ ৬.৫০ লক্ষ টাকা। যার কারণ হিসেবে দেখা যায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে দুটি অফিসে অফিস সহায়ক নিয়োগ, স্টিয়ারিং কমিটি এবং পিআইসি মিটিং বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় না হওয়া।

মূলধন ব্যয়:
কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ক্রয় বাবদ ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৫৮.৮০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫৮.৬১ লক্ষ টাকা। ০.১৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল হওয়ায় ০.১৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

যন্ত্রপাতি:
এ খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৭.৯২ লক্ষ টাকা। যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে।

অফিস ফার্নিচার: এ খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৪৩৯.৬১ লক্ষ টাকা। যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে।

বৈদ্যুতিক কাজ: আলোচ্য ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১১৬৩.২৯ লক্ষ টাকা। যার ব্যয় ৮৭৪.২৬ হয়েছে লক্ষ টাকা। অব্যয়িত টাকার পরিমাণ ২৮৯.০৩ লক্ষ টাকা। PWD কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল হওয়ায় উক্ত টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

নির্মাণ ব্যয়:
ভবন নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ব্যবহৃত লিফটগুলো নতুন করে ভবন উপযোগী করে শিফট করা, বিভিন্ন ধরনের রিপিয়ারিং কাজ, সাব-স্টেশন তৈরি বাবদ মোট বরাদ্দ ছিল ২৬০৪.৬৫ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৬০৪.১৬ লক্ষ টাকা। ০.৪৯ লক্ষ টাকা PWD কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করায় অব্যয়িত আছে।

রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় বাবদ সর্বমোট ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা যার প্রকল্প বাস্তবায়ন বাবদ প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪১৭৭.৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে অব্যয়িত টাকার পরিমাণ ৩২২.৫০ লক্ষ টাকা।

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

ক) আমি ২৯/০৬/২০২১ তারিখে প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। এসময় প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

খ) নব নির্মিত উর্ধ্বমুখী আইটিসি ভবনের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য মোট ৯৬টি আসনের ব্যবস্থাসহ ৪৮টি আবাসিক কক্ষ সংযুক্ত বাথরুমসহ নির্মাণ করা হয়েছে।

গ) ২০০ আসন ধারণক্ষমতার একটি অডিটোরিয়াম, প্রতিটি ক্লাস রুমের জন্য ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর আসন ধারণক্ষমতার চারটি বড় শ্রেণিকক্ষ এবং চারটি কোর্স অফিস কক্ষ তৈরি করা হয়েছে।

ঘ) এই প্রকল্পে পর্যাপ্ত টয়লেট জোন, সার্ভার রুম এবং পর্যাপ্ত স্টোর রুমও তৈরি করা হয়েছে।

ঙ) তাছাড়া, এই প্রকল্পের অধীনে কম্পিউটার ল্যাবের আধুনিকায়ন, ২য় তলায় 'ভিশন গার্ডেন' এর নান্দনিক দৃশ্য বৃদ্ধিসহ অনেকগুলি সংস্কার কাজ করা হয়েছে। যেখানে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি অনন্য সবুজাভাব মনোরম দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক ৫০ এয়ার কন্ডিশনার ফিটিং, ২য় এবং ৩য় তলায় বিলাসবহুল টাইলস ফিটিং, প্রতিটি টয়লেট জোনে ২য় এবং ৩য় তলায় নতুন আধুনিক প্যান এবং কমোড স্থাপন করা হয়েছে।

ছ) এই প্রকল্পটির মাধ্যমে অন্যান্য সহায়তা যেমন ডাইনিং, লবি, নান্দনিক দৃশ্য এবং আধুনিক আসবাবের সাথে সুসজ্জিত।

বৃষ্টির পানি, ভূগর্ভস্থ জল জলাধার, একটি সাব-স্টেশন, ৫ম তলা থেকে ১০ম তলায় বিদ্যমান একটি লিফট আধুনিকায়ন, ০১টি নতুন লিফট ১ম তলা থেকে ১০ম তলায় (১৫ জন ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা) স্থাপন, আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং ব্রড ব্যান্ড ওয়াইফাই সংযোগের কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণার বাইরে একটি আধুনিক জরুরি এক্সিট লিফট স্থাপন করা হয়েছে।

জ) অডিট সংক্রান্ত :
অডিট আপত্তির সংখ্যা ০১টি। যা ইতোমধ্যে যথাযথ উত্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১২.০ বাস্তবায়নে সমস্যাবলি:

ক) "বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮/০৭/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০১৮ এর পরিবর্তে ০১ বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পিসিআর ও পরিদর্শনে দেখা যায় যে প্রকল্পটি বিপিএটিসি'র নিজস্ব সম্পত্তি হওয়া ভূমি অধগ্রহণ ও অর্থছাড় এর ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

খ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন, সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করায় মাঝে মাঝে প্রকল্পটির কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে যা বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায় ছিল।

১৩.০ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব:

প্রকল্পটি কাগজপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি গত জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি পর আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ না করায় এ বিভাগ হতে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০, তারিখে ২১.০০.০০০০.২৬৫.১৪.০০৫.১৭-৬৬ স্মারকমূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্র প্রেরণপূর্বক পিসিআর না পাওয়ায় পরবর্তীতে ২৩ মে, ২০২১ ও ০২ জুন, ২০২১ তারিখে পুনরায় দুটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৪ জুন, ২০২১ তারিখে ৮৫ নং স্মারকমূলে আইএমইডি ২৭/৬/২০২১ তারিখে পিসিআর প্রাপ্ত হয়। গত ২৯/০৬/২০২১ তারিখে জনাব ফারজানা খানম, উপ পরিচালক, আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।
যদিও প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে, পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উত্তর-পশ্চিম দিকের আধুনিক জরুরি এক্সিট লিফটের কাজ চলমান রয়েছে।

১৪.০ প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল:

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিপিএটিসিতে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রটি একটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যে সমস্ত লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার অনেকাংশ পূরণ হয়েছে। এই ভবন নির্মানের ফলে একটি বড় অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে ২০০ ব্যক্তি এক সঙ্গে বসে প্রশিক্ষণ তথা সেমিনার/কর্মশালায় অংশ নিতে পারবে।

১৫.০ সুপারিশঃ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেশে তথা বিদেশে সরকারি চাকুরিজীবীদের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ করা হলো:

১৫.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পিসিআর প্রেরণে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১৫.২ যদিও প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পরও উত্তর-পশ্চিম দিকের আধুনিক জরুরি এক্সিট লিফটের কাজ চলমান থাকায় এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৫.৩ রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় বাবদ সর্বমোট ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা যার প্রকল্প বাস্তবায়ন বাবদ প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪১৭৭.৫০ লক্ষ টাকা। ৩২২.৫০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এই অব্যয়িত টাকা ফেরত প্রদানের প্রমাণক আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

১৫.৪ যেহেতু এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তাই দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন এবং এসব আয়োজনের প্রভাব সংক্রান্ত ০১টি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন দ্রুত আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।